সাধারণ নিয়মাবলি

১। প্রবন্ধ লেখককে অবশ্যই ‘বঙ্গীয় ইতিহাস সমিতি কলকাতা’-র প্রাথমিক সদস্য অথবা ‘ইতিকথা'-র বার্ষিক গ্রাহক হতে হবে। বিশিষ্ট ঐতিহাসিকদের ক্ষেত্রে এই নিয়ম বলবৎ হবে না।

২। কেবলমাত্র বাংলা ভাষায়, স্বরচিত, প্রাথমিক উপাত্ত-নির্ভর, মৌলিক গবেষণা-প্রসূত ইতিহাস, সমাজবিজ্ঞান, মানবীয় কলাশাস্ত্র এবং সংস্কৃতি বিষয়ক প্রবন্ধসমূহ গৃহীত হবে। প্রবন্ধ বা প্রবন্ধের মূল অংশ ইতিপূর্বে মুদ্রিত বা অন্য কোনো মাধ্যমে প্রকাশিত হওয়া চলবে না। লেখাটি অন্যরূপে বা অন্যভাষায় ইতিপূর্বে প্রকাশিত হলে তার স্পষ্ট ও বিস্তারিত উল্লেখ প্রথম পৃষ্ঠায় করতে হবে এবং পূর্বে প্রকাশিত সংস্করণের সম্পূর্ণ কপি লেখার সঙ্গে পাঠাতে হবে। এক্ষেত্রে কপিরাইট সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় অনুমতি লেখক কর্তৃক পূর্বেই গৃহীত হতে হবে। বিশিষ্ট ঐতিহাসিকগণ ইংরেজি ও হিন্দি ভাষায় লিখিত প্রবন্ধ দিতে পারবেন। সেক্ষেত্রে তা বাংলায় অনুবাদ করে ছাপা হবে।।

৩। শিরোনাম, সারসংক্ষেপ, সূচক শব্দ (Key Word), লেখকের পরিচয় ও ঠিকানা, তথ্যসূত্র প্রভৃতি সহ সমগ্র প্রবন্ধটি ন্যূনতম ছয় হাজার শব্দ-সংখ্যার হতে হবে। সর্বোচ্চ শব্দ-সংখ্যার কোনো উধ্বসীমা নেই। প্রবন্ধের প্রথমে একটি পৃথক পৃষ্ঠায় (নামপত্র-এ) শিরোনাম, লেখকের নাম, ঠিকানা (ই-মেল সহ), উপাধি, প্রাতিষ্ঠানিক পদমর্যাদা, পূর্ণপরিচয় ও লেখা জমা দেবার তারিখ লিপিবদ্ধ থাকবে।

৪। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির বানান-বিধি অনুসারে প্রবন্ধটি রচিত হতে হবে। ইংরেজি ভাষার বানানের ক্ষেত্রে ব্রিটিশ বানান-বিধি অনুসরণ করতে হবে। মূল প্রবন্ধে ব্যবহৃত ইংরেজি শব্দগুলিকে প্রথমে উচ্চারণ অনুযায়ী বাংলা হরফে লিখতে হবে ও তার পরে প্রথম বন্ধনীর মধ্যে মূল শব্দটিকে রোমান হরফে লিখতে হবে। তথ্যসুত্রে ভারতীয় ভাষায় নয় এমন যে-কোনো গ্রন্থ, জার্নাল, পত্রপত্রিকা, সংবাদপত্র, প্রবন্ধ প্রভৃতি বাধ্যতামূলকভাবে ইংরেজি ভাষাতেই করতে হবে। সেক্ষেত্রে বাংলা হরফে প্রতিবর্ণীকৃত করা চলবে না। ভারতীয় ভাষার উপাত্তের ক্ষেত্রে বাংলা হরফে প্রতিবর্ণীকৃত করা যাবে।

৫। তথ্যসূত্রে বারংবার একই তথ্যের উল্লেখ করা চলবে না। সেক্ষেত্রে নির্দেশিকায় ibid বা ‘তদেব’, id বা ‘ঐ’, loc.cit বা ‘একই’ এবং op.cit বা ‘প্রাগুক্ত’ প্রভৃতি পরিভাষা ব্যবহার করতে হবে। একই লেখকের একাধিক গ্রন্থ ব্যবহৃত বলে লেখকের নামের পাশাপাশি গ্রন্থের নামটিও সংক্ষেপে উল্লেখ করতে হবে।

৬। দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ, সাময়িকপত্র বা অপ্রকাশিত গবেষণা সন্দর্ভের ক্ষেত্রে গ্রন্থ সংলেখ নং’ (Call No.), বিভাগ, গ্রন্থাগার, ঠিকানা প্রভৃতি বিস্তারিত তথ্য দিতে হবে। অন-লাইন (On-line) ডকুমেন্ট, ই-জার্নাল (e-journal) বা ই-বুকের (e-book) ক্ষেত্রে প্রথম বন্ধনীর মধ্যে ইউ আর এল (URL) এবং তারিখ উল্লেখ করতে হবে।

৭। প্রবন্ধটি ‘এস.টি.এম. এন-অর্জুন’ (Avro অথবা STM N-Arjun Font)-এ টাইপ করে দিতে হবে।

তথ্যসূত্র প্রবিধি

(ক) গ্রন্থ ও সংকলন-এর ক্ষেত্রে

লেখকের আদ্যনাম, লেখকের কুলনাম/পদবি, গ্রন্থের নাম, খ. (খণ্ড); অনু, অনুবাদকের নাম/স. সম্পাদকের নাম, সং. (সংস্করণ), প্রকাশস্থান : প্রকাশন সংস্থা, প্রকাশকাল, পৃ. (পৃষ্ঠাঙ্ক)।

(দুইয়ের অধিক লেখক সংখ্যা হলে প্রথমজনের নাম ও অন্যান্য', ইংরেজিতে হলে 'et al.' হিসেবে উল্লেখ করতে হবে। এক্ষেত্রে প্রকাশন সংস্থার নাম দেওয়াটা বাধ্যতামূলক। নয়।)

উদা:

- দীনেশচন্দ্র সেন, *বৃহৎ বঙ্গ,* ১ম খ.; ১ম দে'জ সং., কলকাতা, ১৯৯৩, পৃ. ১০৫।
- শিবনাথ শাস্ত্রী, *রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ,* স. বারিদবরণ ঘোষ, ১ম নিউ এজ সং., কলকাতা : নিউ এজ, ২০০৭, পৃ. ১২৮-১২৯।
- ইরফান হাবিব, *মধ্যযুগের ভারতে প্রযুক্তি ৬৫০-১৭৫০ খ্রীষ্টাব্দ,* (Technology In Medieval India C. 650-1750) অনু. শুভাশিস ঘোষ, প্রথম এনবিএ সং., কলকাতা, ২০১১, পৃ. ২১।
- রজতকান্ত রায়, *পলাশীর ষড়যন্ত্র ও সেকালের সমাজ,* ইতিহাস গ্রন্থমালা ৩, প্রথম সং., কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯৪, পৃ. ২৪৭ ।

(খ) প্রবন্ধ ও অধ্যায়-এর ক্ষেত্রে

লেখকের আদ্যনাম, লেখকের কুলনাম/পদবি, 'প্রবন্ধের শিরোনাম, গ্রন্থ, সংকলন, সাময়িকপত্রের নাম, স. সম্পাদকের নাম, খ. (খণ্ড)/সাময়িকপত্রের ক্ষেত্রে বর্ষ; সংখ্যা; মাস; সাল/অব্দ, প্রকাশস্থান, প্রকাশকাল, পৃ. (পৃষ্ঠাঙ্ক)।

(সাময়িকপত্রের ক্ষেত্রে পূর্বেই একবার বিস্তারিত সময়কাল উল্লেখিত হওয়ায় দ্বিতীয়বার লেখবার প্রয়োজন নেই।)

উদা.-

- শঙ্কর ঘোষ, 'হস্তান্তর', *দেশ,* স. অমিতাভ চৌধুরী, ৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৮, কলকাতা,
- রঞ্জিত সেন, সাহিত্য কি ইতিহাসকে মেনে চলে?' *ইতিকথা,* স. সৌমিত্র শ্রীমানী ও অন্যান্য, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা; জানুয়ারি ২০১৩, কলকাতা, পৃ. ৫১।

(গ) সংবাদপত্রে প্রকাশিত সম্পাদকীয় ও প্রতিবেদনের ক্ষেত্রে

লেখকের আদ্যনাম, লেখকের কুলনাম/পদবি, 'শিরোনাম'; সম্পাদকীয়/প্রতিবেদন/ প্রবন্ধ, সংবাদপত্রের নাম, তারিখ, সং. (সংস্করণ), প্রকাশস্থান, পৃ. সংখ্যা : (কোলন) কলাম সংখ্যা লিখতে হবে।

উদা. :

- বীণা দাস, 'আমার ছেলেবেলা', প্রবন্ধ, *আনন্দবাজার পত্রিকা,* ১ ডিসেম্বর, ১৯৮৫, কলকাতা, পৃ. ৪:৩।।